এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

সেপ্টেম্বর ২০১৩

BOOK POST - PRINTED MATTER

বাসুকী চঞ্চল !

১৯/৩৭

হিমালয় পর্বতমালার নানা অংশ এখন তীব্র ভূকম্পপ্রবণ। উত্তরাখন্ডের কুমায়ুন-গাড়োয়ালে এই নিয়ে সমীক্ষা। সমীক্ষা ন্যাশনাল জিওফিজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের। একবার নয়, এখানে ভূমিকম্প হতে পারে বারবার। বলেছেন এই গবেষকদলের শীর্ষ বিজ্ঞানী শ্যাম রাই।

বাড়ি নয় ডা

১৯/৩৮

নয়ডার সেক্টর ১২৩-এর প্রকল্পগুলোর জন্য নির্মাণ নিষিদ্ধ। ফতোয়া ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনালের। এখানে ইমারত বানাতে উত্তরপ্রদেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-এর অনুমতি নেওয়া হয়নি। এই অনুমতি বাধ্যতামূলক। তাই সমস্ত নির্মাণ স্তব্ধ পরবর্তী শুনানি অব্দি।

রাজধানীতে সূর্যোদয়

১৯/৩৯

দিল্লিতে সৌর বিদ্যুৎ ভাল হবে। দিল্লিতে দিনে ৪৫০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা সৌরবিদ্যুৎ হবে। এর জন্য ১.৬ শতাংশ বাড়ির ছাদ লাগবে। দিল্লিতে তীব্র বিদ্যুৎ সংকট, দিল্লিতে বিদ্যুতের চড়া দাম। সৌর বিদ্যুৎ বছরে এই সংকট ১৬ শতাংশ মেটাবে। এসব বলেছে গ্রিনপিস হালের এক রেকর্ডে।

কু মেরু

১৯/৪০

কুমেরুতে পাঁচ মিলিয়ন বছর আগে বরফ-চাদর গলে সমুদ্রতল বেড়েছিল। বেড়েছিল প্রায় ২০ মিটার। এইসব বলেছে,লন্ডন ইম্পিরিয়াল কলেজ ও কলেজের বাইরের এক সহ-গবেষক দল। তাঁরা এজন্য পূর্ব কুমেরুর কাদা পরীক্ষা করেছে। কাদা পরীক্ষা করে এইসব পেয়েছে। পশ্চিম কুমেরু ও গ্রিনল্যান্ডেও নাকি একই সময়ে বরফ-চাদর গলেছে, ফলে দুই কুমেরু মিলে সাগরতলের এই উচ্চতা। এইসব ঘটেছে পাইলোসিন যুগে।

পদাতিক

১৯/৪১

পরিবেশ রক্ষায় দু লক্ষ চৌষট্টি হাজার মাইল পদব্রজে। পদব্রজে যুব-জাগৃতি জনজাগরণ অন্তর্বেদ সেবা সংস্থা। সংস্থা পরিবেশ

বাঁচাতে ও পরিবেশ চেতনা ছড়িয়ে দিতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, চিন, তিব্বত, নেপাল, ভুটান ও বর্মা জুড়ে সফর করেছে। যেতে যেতে পথে লাগিয়েছে দু কোটির ও বেশি গাছ। সর্বমোট হেঁটেছে কুড়িজন। লিমকা বুক অব রেকর্ডস একে দীর্ঘতম সফর বলেছে। পরিবেশ রক্ষার পাশে কন্যা সন্তান রক্ষা ও এই কার্যক্রমের অংশ ছিল।

যানজট ১৯/৪২

দেশে গাড়ি বাড়ছে হুড়মুড় করে। দূষণ হচ্ছে মাত্রাছাড়া। গাড়ি বাড়ছে মেগাসিটিতে, গাড়ি বাড়ছে ছোট শহরে। আবার ছোট শহর গাড়ির সংখ্যায় মেগাসিটিকেও ছাড়াচ্ছে। চন্ডিগড় ছাড়িয়ে যাচ্ছে দিল্লি-মুম্বইকে। চন্ডিগড়ে হাজার জন পিছু গাড়ির সংখ্যা দুশো সাতাশ। গাড়ি বাড়ছে গুরগাঁও-গাজিয়াবাদেও। গাড়ি বাড়ছে কলকাতাতেও।

লিটল বয় ১৯/৪৩

পৃথিবীর তাপমাত্রা সেকেন্ডে বাড়ছে চারটে হিরোশিমা বোমার মতো। উষ্ণায়নের ৯০ শতাংশই ঘটছে মহাসাগরে। এইসব বলেছেন অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক জন কুক।

কী বুদ্ধি! ১৯/৪৪

হাতি তাড়ানোর সহজ উপায়। পুনের ওয়াইল্ডলাইফ রিসার্চ অ্যান্ড কনজারভেশন সোসাইটি এই উপায়ের সন্ধান দিয়েছে। ক্ষেতের ধারে লংকা, তামাক দিয়ে তৈরি ঘুঁটে, ঘাস বা খড়ের মশাল জ্বালাতে হবে। যার তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধে হাতি পালাবে। ক্ষেতের ধারে মৌমাছি পালনও হাতি খেদানোর আর এক পন্থা ।

আরে ভাবুন! ১৯/৪৫

দেশের কৃষক নেতাদের মতে ,কম উৎপাদনই কৃষি সংকটের একমাত্র কারণ নয় । অন্য জিনিসের মতো সমহারে কৃষিপণ্যের দাম বাড়ছে না । ভারতীয় কিষান ইউনিয়ন উদাহরণ দিয়ে বলছে, ১৯৬৭ থেকে আজ অব্দি ডিজেলের দাম বেড়েছে একশো বাইশ গুণ, শ্রমিকের বেতন বেড়েছে একশো পঁচিশ গুণ, অথচ গমের দাম ওই সময়ে বেড়েছে মাত্র আঠেরো গুণ।

হতে পারে ১৯/৪৬

প্রথম লোকসভায় সাতাশি জন সদস্য কৃষির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন । দ্বাদশ লোকসভায় সংখ্যাটা বেড়ে হয় দুশো একষট্টি । আর বর্তমান লোকসভায় দুশো বাইশ জন সাংসদ কৃষির সঙ্গে যুক্ত । তথ্য ইঙ্গিত করে,যদিও অনেক সদস্যই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কৃষিজমির মালিক এবং কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ,তবুও আয়ের প্রধান উৎস কৃষি এমন সাংসদের সংখ্যা নিম্ন মুখী ।সংশয়, বিষয়টি সরকারি স্তরে কৃষিতে অবহেলার সম্ভাব্য কারণ ।

বোধন ১৯/৪৭

প্রতিমা নিরঞ্জনের বহরে দূষণের ভারে হাঁসফাঁস নদীগুলোর। এবার অবস্থা আরও সঙ্গীন হবে। এই সমস্যা খালি পশ্চিমবঙ্গের নয়। এই ব্যাপারে গুজরাটের সরসপুর আর্টস অ্যান্ড কমার্স কলেজের একশো জনেরও বেশি ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম-এর ছাত্ররা সবরমতী নদী থেকে ক্ষতিকারক রাসায়নিক ও রং দিয়ে তৈরি গণেশ প্রতিমা তুলে নদী পরিষ্কার রাখার অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

গ্রাস ১৯/৪৮

দেশে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমছেই। তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে,কুড়িটি রাজ্যের মিলিত চাষযোগ্য জমি হ্রাসের পরিমাণ ২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১ এই চার বছরে প্রায় ৭ লক্ষ নব্বই হাজার হেক্টর। শিল্প, নির্মাণসহ অন্যান্য

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

উদ্যোগের সম্প্রসারণ কৃষিজমির এই রূপান্তরের প্রধান কারণ। গুজরাট একমাত্র বড় রাজ্য, যেখানে চাষজমির পরিমাণ বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ওই চার বছরে কৃষিজমির পরিমাণ কমেছে প্রায় ৫৫ হাজার হেক্টর।

রাসায়নিক সারের আমদানি

১৯/৪৯

চাষের জন্য যথাক্রমে ৯০ ও ১০০ শতাংশ ফসফেট ও পটাশ সার আমদানি করতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারকে। কারণ দেশে সীমিত পরিমাণ রক ফসফেট থাকলেও তা গুণমানে খুব উন্নত নয়। উদাহরণ পুরুলিয়া ফস। তবে ইউরিয়া উৎপাদনে দেশ স্বনির্ভর হতে পারে। এজন্য সরকার নানা উদ্যোগ নিচ্ছে। একথা গত ২৩ অগস্ট রাজ্যসভায় জানিয়েছেন সার ও রসায়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকান্ত জেনা। মাননীয় মন্ত্রীর এই কথা কেন সারের দাম ক্রমশ বাড়ছে তার খানিক ইঙ্গিত দেয়। কারণ বেশিরভাগ সারের জন্য আমাদের পরের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয়। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় সরকার হয়তো খুঁজছে। কিন্তু বিকল্পের জন্য আমাদের তরফ থেকেও উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

সুস্থায়ী কৃষির প্রসারে সরকার

১৯/৫০

জলবায়ু বদলের প্রভাব ইতিমধ্যেই ভারতের কৃষিতে পড়তে শুরু করেছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব অ্যাগ্রিকালচার রিসার্চ (আইসিএআর) ফসল উৎপাদনে জলবায়ু বদলের প্রভাব নিয়ে একটি বিস্তৃত সমীক্ষা করে এর প্রমাণ পেয়েছে। আইসিএআর বলছে, এর ফলে ২০২০ সালের মধ্যে শুধু সেচসেবিত ধানের উৎপাদন ৪ শতাংশ ও বৃষ্টি নির্ভর ধানের ৬ শতাংশ ফলন কমে যেতে পারে।

আইসিএআর এজন্য ন্যাশনাল প্রজেক্ট ইনিসিয়েটিভ অন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট অ্যাগ্রিকালচার (জলবায়ু বদল সহনশীল কৃষি বিষয়ক জাতীয় উদ্যোগ) নামে একটি কর্মসূচি নিয়েছে। এছাড়া ন্যাশনাল মিশন অন সাসটেনেবল অ্যাগ্রিকালচার (জাতীয় সুস্থায়ী কৃষি মিশন)-এর একটি নথি তৈরি করা হয়েছে যা জলবায়ু বদল বিষয়ক প্রধানমন্ত্রীর কাউন্সিল নীতিগতভাবে সমর্থন জানিয়েছে। এই মিশন সুস্থায়ী কৃষির ১০টি প্রধান দিক নির্দিষ্ট করেছে। যা চারটি কার্যক্রম যেমন গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রযুক্তি নির্বাচন, প্রয়োগ ও উৎপাদন এবং পরিকাঠামো ও দক্ষতার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হবে। বর্তমানে কৃষি বিষয়ক যেসব প্রকল্প, পরিষেবা, কার্যক্রম সরকারের রয়েছে তার মাধ্যমেই এই মিশন রূপায়ণ করা হবে। এসব কথা রাজ্যসভায় জানিয়েছেন খাদ্য ও প্রক্রিয়াকরণ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী তারিক আনোয়ার।

জৈবকৃষি ও সরকারের প্রকল্প

১৯/৫১

সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জৈব কৃষির প্রসার ঘটাচ্ছে বলে, রাজ্যসভায় খাদ্য ও প্রক্রিয়াকরণ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী তারিক আনোয়ার জানিয়েছেন। এইসব প্রকল্পগুলি হল ন্যাশনাল প্রজেক্ট অন অরগ্যানিক ফার্মিং (এনপিওএফ), ন্যাশনাল হর্টিকালচার মিশন (এনএইচএম), রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (আরকেভিওয়াই), নেটওয়ার্ক প্রজেক্ট অন অরগ্যানিক ফার্মিং ইত্যাদি। এনএইচএম এবং আরকেভিওয়াই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যগুলিকে সাহায্য করা হচ্ছে যাতে তারা চাষি গোষ্ঠী যারা জৈব কৃষিকাজ করছে তাদের জমি সার্টিফিকেশন (বা শংসিতকরণ) এবং তাদের জমিতে চাষের প্রয়োজনীয় জৈব সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র তৈরির জন্য সহায়তা করতে পারে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, এখনো অবধি ৫২.১ লক্ষ হেক্টর জমি জৈব সার্টিফিকেশন হয়েছে।

এনএইচএম-এর মাধ্যমে আরো যে সহায়তা করা হচ্ছে তা হল

- প্রতি হেক্টরে ১০ হাজার টাকা করে, জনপ্রতি সর্বাধিক ৪ হেক্টর জমিতে জৈব পদ্ধতিতে বাগিচা ফসল চাষে সহায়তা।
- ভার্মিকম্পোস্ট বা কেঁচোসার তৈরির ইউনিট তৈরিতে জনপ্রতি মোট খরচের ৫০ শতাংশ বা সর্বাধিক ৩০ হাজার টাকা সহায়তা
- দলগতভাবে চাষিরা জৈব পদ্ধতিতে ফসল ফলালে তাদের ৫০হেক্টর জমি অবধি জৈব সার্টিফিকেশনে জন্য ৫ লক্ষ টাকা সহায়তা।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

এনপিওএফ-এর মাধ্যমে যে সহায়তা করা হচ্ছে তা হল

- ফল ও সবজি বাজারের বর্জ্য, কৃষিজ বর্জ্য-এর মাধ্যমে কম্পোস্ট সার উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য মোট খরচের ৩৩ শতাংশ বা সর্বাধিক ৬০ লক্ষ টাকা নাবার্ডের মাধ্যমে ভরতুকি।

- জৈব সার বা জৈব কীটনাশক উৎপাদন কেন্দ্র তৈরির জন্য ২৫ শতাংশ বা সর্বাধিক ৪০ লক্ষ টাকা ভরতুকি।

ন তু ন | ব ই

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

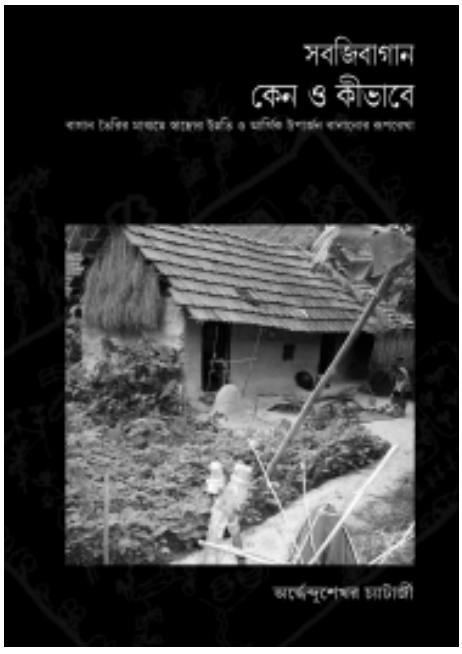

১/১৬ ডিমাই সাইজে হোয়াইটপ্রিন্ট কাগজে ছাপা। পাতা সংখ্যা, ৪৫ পাতা, দাম ১৫ টাকা।

ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ** | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু